সংবাদ

26 MAY 2017

শিক্ষক সমাজকে হেয়প্রতিপন্ন করার আগে

এম আর খায়রুল উমাম

দেশ গড়ার কাজে সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এক একটা প্রেক্ষিতে এক একজনের গুরুত্ব বিবেচনায় অনেকে কমবেশি করে থাকে। স্বাধীন দেশে কারো অংশগ্রহণ কম গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজন গুরুত্ব পেলে দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। জাতীয়ভাবে সব শ্রেণী-পেশার মানুষ সমগুরুত্বপূর্ণ কাম্য হলে আমরা সাধারণভাবে দেখে থাকি দেশে পেশার প্রতি পেশার যে পারস্পারিক সম্মানবোধ তা রক্ষিত হচ্ছে না। এক পেশার মানুষ অন্য পেশার মানুষকে হেয়প্রতিপন্ন করে আনন্দ পায়। নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ, নিজেকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে অন্যদের নিকৃষ্ট করার প্রতিযোগিতা করে থাকে। এমনকি মহান মুক্তিযুদ্ধে কার ভূমিকা কত বড় ছিল তা দিয়েও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উদ্যোগী হতে দেখা যায়। এসব ধারবাহিক হেয় প্রতিপন্নের মধ্যে একে সময় এক এক পেশাজীবীরা বেশি গুরুত্ব পেতে দেখা যায়। সম্প্রতি সময়ে এ গুরুত্ব পাওয়া পেশাজীবীরা হচ্ছেন শিক্ষক সমাজ। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে রাজধানী, গ্রামের রাস্তার পাশের বা দোকান থেকে সংসদ সর্বত্র শিক্ষক সমাজ নিয়ে আলোচনা চলে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার যতি দায় তার সবটুকুর জন্য শিক্ষক সমাজ দায়ী। কোন খানের আলোচনায় ভিন্নতা দেখা যায় না। শিক্ষক সমাজ বহুধা বিভক্ত হওয়ার কারণে আরও বেশি ভাবে সব দায় মাথায় নিয়ে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট। জাতি গঠনের যে দায়িত্ব শিক্ষক সমাজ পালন করেন তা আজ প্রশ্নের মুখে কঠিনভাবে দাঁড়িয়ে। মানহীন শিক্ষায় দেশ ও জাতি ডুবতে বসেছে। জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সে বিবেচনা করতে ব্যর্থ হচ্ছি। তাই শিক্ষক সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করে চলার আগে জাতি একবার ভেবে দেখতে পারে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশার সব দায় শিক্ষকদের। খুব কম লোক পাওয়া যাবে যারা শিক্ষকদের ওপর সব দায় চাপাতে চান না। সাধারণভাবে সবাই শিক্ষকদের ওপর দায় চাপিয়ে বর্তমান অবস্থাকে ভুলে থাকতে চায়। যে কোন জায়গায় আলোচনা উঠলেই সর্বস্তরের মানুষ এখন শিক্ষক সমাজ নিয়ে কথা বলতে শুরু করতে আর থাকতে চায় না। শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে আন্তরিক নয়। কোচিং এবং প্রাইভেট টিউশনিতে প্রচণ্ড আগ্রহ। শিক্ষার্থীদের প্রতি যত্নবান নয়। মানহীন শিক্ষক, মানোন্নয়নে প্রচেষ্টাহীন, প্রশিক্ষণ গ্রহণে আন্তরিকতার অভাব। শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে ব্যর্থ। শিক্ষক রাজনীতি ইত্যাদি প্রচুর বিষয় আলোচনায় উঠে আসে। শিক্ষক সমাজের বাণিজ্যিক মনোভাবের কারণে এমনটা ঘটছে যা নিয়ে বিতর্কের কোন সুযোগ নেই। আমাদের শিক্ষক সমাজ দিনে দিনে কেন এমন হয়ে গেল? দেশ ও জাতির স্বার্থে এ সব বিষয়ের উত্তর খোঁজা আবশ্যক। কোন পরিবেশ পরিস্থিতিতে আজ শিক্ষক সমাজ এমন হয়ে গেল তার খোঁজ করতে হয়ে অনেক গভীরে যাওয়া প্রয়োজন। শিক্ষকদের এখন সমাজে কোন গুরুত্ব নেই। সামাজিক কোন স্থানে জায়গা নেই। সারাদেশে সরকারি-বেসরকারি যত কমিটি হয় সেখানে শিক্ষকদের দেখা যায় না। একজন নবীন রাজনীতিক কর্মীর যে মর্যাদা সমাজে আছে তা একজন প্রবীণ শিক্ষককে দেয়া হয় না। মর্যাদার সমাজ ব্যবস্থায় মর্যাদাহীন শিক্ষক সমাজ গঠনে কোন ভূমিকা রাখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা কী এমন হওয়ার কথা ছিল?

দেশের শিক্ষক সমাজের সামাজিক মর্যাদা এভাবে নির্ধারণ করার সঙ্গে আছে রাষ্ট্রীয়ভাবে মর্যাদাহীন করার প্রতিযোগিতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মর্যাদা ফিরে পেতে ছয় মাস রাজপথে আন্দোলন সংগ্রাম করতে হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষকদের পে-স্কেলে অন্তর্ভুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে হলো। শিক্ষকদের পৃথক বেতন স্কেলের কথা যত বছর যাবৎ শুনছি অংক না করে বলা যাবে না। সরকারের সব কর্মচারীর বৈশাখী বোনাস এবং বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির সুযোগ থাকলেও শিক্ষকদের জন্য তা প্রয়োজ্য নয়। পদোন্নতির কথা না বলাই ভালো। চিকিৎসা ভাতা ও বাসা ভাড়ার কথা করো কাছে বলার মতো নয়, লজ্জা পাওয়া কথা। রাষ্ট্র শিক্ষক সমাজের জন্য এমন মর্যাদার ব্যবস্থা করে রেখেছে। শিক্ষক সমাজ সামাজিক মর্যাদার পাশাপাশি প্রতিনিয়ত রাষ্ট্রীয় মর্যাদা হারিয়ে চলেছে। বর্তমান সময়ে সর্বস্তরের মানুষ শিক্ষকদের হেয়প্রতিপন্ন করে আনন্দিত। যে শিক্ষকরা জাতি গঠনে মূল চালিকা শক্তি তাদের মর্যাদাহীন করে, অবহেলা করে, সমালোচনা করে কাঙ্ক্ষিত প্রজন্ম সৃষ্টি করা সম্ভব কি-না চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন। মর্যাদাবান শিক্ষকই পারেন সুন্দর সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখতে। ক্ষুধার্থ শিক্ষক সমাজ আপনার আমার সন্তানকে সুশিক্ষা দিয়ে সুনাগরিক তৈরি করতে পারে না। আমরা সবাই এ কথা বিশ্বাস করলেও করণীয় নির্ধারণে কোন ভূমিকা না রেখে শিক্ষক সমাজের ওপর দায় চাপিয়ে নিজেদের দায়িত্বের ইতি টেনে চলেছি।

কিছুদিন আগে একজন মন্ত্রী শিক্ষকদের ছাত্রনেতাদের পেছনে ঘুরতে নিষেধ করেছেন। অস্বীকার করার উপায় নেই বেশকিছু শিক্ষক পদ-পদবির লোভে ছাত্রনেতাদের পেছনে পেছনে ঘোরে। ভিন্নভাবে দেখলে দেখা যায় বর্তমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র নেতারাই মালিক তাই না পেছনে ঘুরে উপায় নেই। তার ওপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে যে পরিবেশ তৈরি করে রাখা হয়েছে সেখানে সব শিক্ষককে রাজনীতির পতাকাতলে রাখার সুবন্দোবস্ত আছে। সরকারি দলের পতাকার নিচে না থাকলে চাকরি রাখাই দায়। কিছু ব্যক্তির উদ্যোগে সরকারি অনুমোদনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পাঠদানের অনুমতি দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে শিক্ষার্থী সংগ্রহের দায়িত্ব শিক্ষকদের। নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী না থাকলে শিক্ষকদের চাকরি থাকে না তাই তাদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে শিক্ষার্থী সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। একানে একজন রাজনৈতিক কর্মী পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ইচ্ছা করলেই খুব সহজেই তার অপছন্দের শিক্ষককে বিপদে ফেলে দিতে সক্ষম। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে ওই রাজনৈতিক কর্মীর বিশাল প্রভাব। এখানে শিক্ষক সমাজের করণীয় কি? এখন শতভাগ পাসের লক্ষ্যে সরকার ছুটে চলেছে। এ লক্ষ্যে ছুটে চলার পথে কোন রকম বাধা দেখলেই শুধু শিক্ষককে কৈফিয়ত নয়, পেটে লাথি মারার পাকাপাকি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শিক্ষার্থী যাই করুক শিক্ষক শৃঙ্খলা রক্ষা করতে গেলেই নির্যাতন হয়ে যায়। যশোর সদর উপজেলার ছাতিয়ানতলা চূড়ামনকাঠি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের শাসন করায় প্রধান শিক্ষককে পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে (দৈনিক গ্রামের কাগজ ০১/৫/২০১৭)। ক্লাসে উপস্থিত না হয়ে ইউনিফর্ম পরাবস্থায় মুঙ্গি মেহেরুল্লাহ রেল স্টেশনে বসে ধূমপান করা শিক্ষার্থীদের তাদের অভিভাবকদের উপস্থিতিতে ধমক দেয়ার পরিণতি ভোগ করতে হচ্ছে শিক্ষককে। শিক্ষকদের এর দায় নিতে হবে কিন্তু কিছু বলার স্বাধীনতা নেই। এখানেও ছাত্রনেতারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভিভাবক। আবার এখন ছাত্রনেতারা ভিসি, অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষকসহ সব নিয়োগে ভূমিকা রাখছে। তাই পেশায় নিবেদিত হয়ে যে স্বাচ্ছন্দ্য রাখা যাচ্ছে না তা শিক্ষক রাজনীতির পতাকাতলে পাওয়া যাচ্ছে। মন্ত্রী মহোদয় কি এসব জানে না, নাকি বেশি বেশি ছাত্রনেতাদের পেছনে ঘোরার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

আমার এক শুভানুধ্যায়ী শিক্ষকতা করেন। পেশার প্রতি নিবেদিত প্রাণ মানুষটি জীবনে কখনো অর্থের বিনিময়ে প্রাইভেট টিউশনি করেননি। সরকার শিক্ষকদের কোচিং নিয়ন্ত্রণ আইন চালু করেছে এমন সময় দেখা হতেই বললেন আমার স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে। শিক্ষকরা সময়ের পরিবর্তনে এক সময় চিকিৎসকদের মতো হয়ে যাবেন। এক সময় চিকিৎসকরা ঘরে বসে রাগীর চিকিৎসা করতেন, প্রয়োজনে রোগীর বাড়ি গিয়েও চিকিৎসা করতেন। সাপ্তাহিক হাটে বহু লোকের সমাগম দেখে ২/৪ জন হাটে রোগী দেখা শুরু করেন। সেখান থেকে প্রতিদিনের চেম্বারে, তারপর আরও উন্নত ব্যবস্থায় সম্মিলিত উদ্যোগে নার্সিং হোম, বেসরকারি হাসপাতাল। এখন প্রতিযোগিতা চলছে কার থেকে কে বেশি আরামদায়ক ব্যবস্থা করে রোগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। এভাবেই আমাদের চিকিৎসাসেবা থেকে বাণিজ্যে রূপ নিয়েছে সবার অজান্তে। আমাদের শিক্ষক সমাজ একই প্রক্রিয়ায় এগিয়ে চলেছে। তিনি স্বপ্ন দেখছেন অচিরেই আমাদের শিক্ষক সমাজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলবেন। ঠাণ্ডা ঘরে বসে সামনে বিশাল সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে নিজেদের রচনা বিশেষজ্ঞ, লসাগু বিশেষজ্ঞ বা আরো খুঁটিনাটি বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হয়ে অপেক্ষায় থাকবেন। শিক্ষার্থীদের নিয়ে অভিভাবকরা এসব বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পূর্ব যোগাযোগ করে নির্ধারিত ফি দিয়ে নিজেদের সমস্যার সমাধান করে নিয়ে যাবেন। একজন নিবেদিত শিক্ষকের স্বপ্নটা অনেকের কাছে হাস্যরসের সৃষ্টি করতে পারে। ভাবনার বিষয় আমরা আমাদের শিক্ষক সমাজকে এপথে নিয়ে যাচ্ছি কি-না? ইতোমধ্যে আমাদের শিক্ষকরা অর্ধেকের বেশি পথ অতিক্রম করে চলে এসেছেন।

জাতি গঠনের প্রধান নিয়ামক শিক্ষক সমাজ। সেই শিক্ষক সমাজ আজ সরকারের উদাসীনতা, চাকরির নিশ্চয়তা না থাকা, দলীয় ভিত্তিতে ভিসি, অধ্যক্ষ নিয়োগ, তোষামদের ভিত্তিতে ভবন পাস, উন্নয়ন ও জাতীয়করণ, সমাজের কোন পদে না রাখা, অল্প শিক্ষিত পরিচালনা পর্ষদ, ইত্যাদির চাপের মধ্যে প্রতিনিয়ত হেয় প্রতিপন্ন হতে হচ্ছে। অর্থের বিনিময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক বহুধা বিভক্ত হয়ে মাথা হেট করে চাকরি করে চলেছে। নিজেদের সমস্যা সমাধানে আন্দোলন সংগ্রাম করলেও সুফল আসে না। শিক্ষকতা চাকরিতে রূপান্তর করে নিয়েছে। ফলে অনেক কিছু গা সহা হলেও জাতি গঠনের দায়িত্বটা যথাযথভাবে ঘটছে না। আশা করাও যাচ্ছে না এমন পরিবেশ বিরাজমান থাকলে।